R. N. No. 2532/57 Phone No. 66-228, STD 03483 Regd. No.—WB/MSD—4

বিয়ে পৈতে অন্নপ্রাশন
ইত্যাদি অনুষ্ঠানের
নানা ডিজাইনের কার্ডের
একমাত্র প্রতিষ্ঠান
কার্ডস্ কেয়ার
রঘুনাথগঞ্জ
ফোন ঃ ৬৬-২২৮

# জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত ( দাদাঠাকুর )

অবজেকশন ফর্ম, রেশন কার্ডের ফর্ম, পি ট্যাক্সের এবং এম আর ডিলারদের যাবতীয় ফর্ম, ঘরভাড়া রসিদ, খোঁয়াড়ের রসিদ ছাড়াও বহু ধরনের ফরম এখানে পাবেন।
দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন
রঘুনাথগঞ্জ ঃঃ ফোন নং-৬৬-২২৮

৮২শ বর্ষ
৭ম সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ১৩ই আষাঢ় বুধবার, ১৪০২ সাল।
২৮শে জুন, ১৯৯৫ সাল।
নগদ মূল্য ঃ ৭৫ পয়সা
বার্ষিক ৩০ টাকা

## তেঘরী স্বাস্থ্যকেন্দ্রের দুষ্কৃতি আজও ধরা পড়লো না

জঙ্গিপুর ঃ তেঘরী স্বাস্থ্য কেন্দ্রের নার্স কণিকার ধর্ষণকারী মন্টু বিশ্বাস আজও পুলিশের হাতে ধরা পড়লো না। স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মেডিক্যাল অফিসার ডাঃ মৃত্যুঞ্জয় গাইনের অভিযোগক্রমে রঘুনাথগঞ্জ থানা মন্টুকে গ্রেপ্তার করলেও, পরে বিভিন্ন চাপের কাছে নতি স্বীকার করে ডাঃ গাইনই সে অভিযোগ তুলে নেন এবং নিজে এসে মন্টুকে থানা থেকে মুক্ত করে নিয়ে যান। পরের দিন থেকে তিনি ছুটিতে চলে যান। জঙ্গিপুর সংবাদে ধর্ষণের ঘটনা প্রকাশ হলে জঙ্গিপুরের এসডিপিও এবং ওসি নতুন করে তদন্ত শুরু করেন। তাঁরা তেঘরী হাসপাতালে গিয়ে কণিকাকে সাহস দিয়ে নতুন করে তাঁর জবানবন্দী নেন। কণিকা সেই ষ্টেটমেন্টে ঘটনা সত্য বলে স্বীকার করেন ও কোন্ কোন্ পরিস্থিতির চাপে তিনি মন্টুকে নির্দোষ বলতে বাধ্য হন তাও নাকি লিখিতভাবে জানান। তিনি জানান মন্টুর স্ত্রী ঐ হাসপাতালের জিডিএ ফাতেমা মন্টুকে নির্দোষ লিখে দিতে চাপ দিলে তিনি শেষ পর্যন্ত মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে তা করতে বাধ্য হন। ঐ নয়া জবানবন্দী পাওয়ার পর পুলিশ মন্টুর বিরুদ্ধে নূতন করে উদ্যম নিলে ও ফাতেমার কোয়ার্টারে তল্লাসী চালালে মন্টু গা ঢাকা দেয়। এদিকে এম-ও ডাঃ মৃত্যুঞ্জয় গাইন ছুটি থেকে ফিরে এসেও স্বস্তিতে কাজ করতে পারছেন না। কণিকা মণ্ডলও বদলী নিয়ে অন্যত্র চলে গেছেন বলে জানা যায়। কণিকার ঘটনা কিন্তু এখানে প্রথম নয়। এর আগেও সিষ্টার সালোয়ার জাহান, শিপ্রা পাণ্ডে, ঈশানী মণ্ডল, অলোকা সরকার, কৃষ্ণা ব্যানার্জী প্রমুখ অনেকেই এই সব সমাজবিরোধী মাস্তানদের লালসার শিকার হয়ে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হন। দুষ্কৃতিদের হুমকীতে জনৈক ( শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য )

### ধুলিয়ান পুরনির্বাচন ঃ

## সিপিএম ছাড়া সব দলেরই বিপর্যস্ত চেহারা

রাজনৈতিক সংবাদদাতা ঃ ধুলিয়ান পুর নির্বাচনে এবার সিপিএম ছাড়া কংগ্রেস, আরএসপি সকলেরই বিপর্যস্ত চেহারা নজরে পড়ে। সেক্ষেত্রে বরং সহযোগী ফঃ ব্লকের অবস্থা ভাল বলা চলে। তারা ১টি আসনে জয়লাভ করেছে, ভোট পেয়েছে ৬৪৩ এবং ৫২ ভোটের ব্যবধানে হারিয়েছে আরএসপিকে। ফঃ ব্লক ৪টি আসনে প্রার্থী দিয়ে পেয়েছে ১টি আসন। হেরেছে ৭নং এ ১০৯, ১৪নং এ ২৫৪ এবং ১৬নং এ ১৮১ ভোটের ব্যবধানে। অপরদিকে আরএসপি জোটবদ্ধ না হওয়ায় ৯টিতে প্রার্থী দিয়ে পেয়েছে মাত্র ২টি আসন। আরএসপির বিপর্যস্ত চেহারা ফুটে উঠেছে ৮, ১০, ১১, ১৮নং আসনে, ভোট পেয়েছে যথাক্রমে ৫২, ৯১, ৭৩, ৩২। কংগ্রেসের অবস্থাও বেশ করুণ ৬, ৭, ১০, ১৩তে। এই আসনগুলিতে তাদের ভোট সংখ্যা যথাক্রমে ২৩, ১৯, ৩৫ এবং ১০৩। এছাড়াও ৫নং এ কংগ্রেস হয়েছে ৩য়। কংগ্রেসের জয়ী আসনে সর্বোচ্চ ভোট যেখানে ৮২১, সেখানে সি পি এমের জয়ী আসনের সর্বোচ্চ ভোট ১৩৯৫। সে অনুযায়ী আর এস পির জয়ী আসনে সর্বোচ্চ ভোট সংখ্যা ৪৫২, বিজেপির ৬৯১, ফঃ ব্লকের ৬৪৩, এমন কি সিপিএম সমর্থক নির্দল দু'জনও ভোট পেয়েছেন যথাক্রমে ৬৮৫ এবং ৬৩০। ভোটের এই ফলাফলে সহজেই অনুমান করা যায় সিপিএম এর সংগঠন ধুলিয়ানে এখনও যথেষ্ট প্রবল। বেশ কিছু ওয়ার্ডে কংগ্রেসের যে কোন সংগঠন নেই তাও প্রমাণিত হয় ভোটের চেহারা ( শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য )

## মহকুমা হাসপাতালের চারিদিকে দুর্নীতি

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালের চারিদিকে শুধু অনীতির বন্যা বয়ে চলেছে বলে অভিযোগ জানালেন কর্মচারী ফেডারেশন। ফেডারেশনের এক মুখপাত্র আমাদের প্রতিনিধিকে জানান কোঅর্ডিনেশনের চাপে হাসপাতাল সুপারের একেবারে নাজেহাল অবস্থা। তাঁর কোন ক্ষমতা আছে বলে মনে হয় না। প্রমাণস্বরূপ তিনি জানান এই হাসপাতালে (শেষ পৃঃ দ্রঃ)

## তিন গৃহবধূর মৃত্যু

ফরাক্কা ঃ গত এক পক্ষের মধ্যে এই থানার বিভিন্ন অঞ্চলে তিনটি গৃহবধূর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়! গৃহবধূ রাখী মণ্ডল (১৮) তার শাশুড়ীর হাতে খুন হন বলে খবর। শাশুড়ী পলাতকা; স্বামী রজনী মণ্ডলকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। অপর ঘটনাটি ঘটে এই থানার কুলিচরে। গৃহবধূ সুন্দরী মণ্ডল (১৯) প্রণয় ঘটিত কারণে স্বামী কৃষ্ণ মণ্ডলর হাতে খুন হন। স্বামী ও তিন সঙ্গী মিলে তাঁকে হত্যা ( শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য )

## রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘের শিক্ষাবর্গ

জঙ্গিপুর ঃ গত ৪ জুন থেকে ২৪ জুন পর্যন্ত ২০ দিনব্যাপী জঙ্গিপুর উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘ পশ্চিমবঙ্গের ১ম ও ২য় বর্ষের সঙ্ঘ শিক্ষাবর্গের অনুষ্ঠান হয়ে গেল। অনুষ্ঠানে প্রায় ৪০০ জন শিক্ষক ও শিক্ষার্থী যোগ দেন। উদ্বোধন করেন জঙ্গিপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক শৈলেয়ীরঞ্জন নাথ। সমাপ্তি উৎসবে পৌরোহিত্য করেন ( শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য )

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পারাবার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ৬৬২০৫

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

# জঙ্গিপুর সংবাদ

১৩ই আষাঢ় বুধবার, ১৪০২ সাল

## ।। কাম্য ।।

জঙ্গিপুর পুরসভাসূত্রে জানা গিয়াছে যে, আগামী ২৯ জুন এই পুরসভার সভাপতির নির্বাচন হইবে। প্রথমত চিরাচরিত নিয়মে শপথগ্রহণের অনুষ্ঠান হইবে; তৎপরে সভাপতি নির্বাচিত হইবেন এবং সভাপতির পরিচালনায় পুরপতি নির্বাচিত হইবেন।

পুরবোর্ড গঠন ব্যাপারটি এবারে পূর্বের নিয়ম হইতে কিছুটা পৃথক। নূতন আইনানুসারে পুরপতি উপ-পুরপতি অর্থাৎ ভাইস-চেয়ারম্যান মনোনীত করিবেন। ইহা নির্বাচনের বিষয় নহে। সুতরাং পুরপতির ইচ্ছানুযায়ী উপ-পুরপতি হইবেন। অবশ্য উপ-পুরপতির নূতন নিয়মানুযায়ী কোন স্বতন্ত্র ক্ষমতা থাকিবে না। চেয়ারম্যানের সম্মতি ও স্বাক্ষর মোতাবেক যে-কোন কাজই তিনি করিয়া থাকিবেন। সুতরাং এই পদটির মর্যাদা বা জৌলুষ পূর্বের অপেক্ষা অনেকটা নিষ্প্রভ বলিয়া মনে হয়।

পুরসভাতে অতঃপর একটি মেয়র পরিষদ থাকিবে। এই পরিষদ চার সদস্যবিশিষ্ট হইবে। এই পরিষদের সদস্যেরা বিভিন্ন দপ্তরের কার্যভার প্রাপ্ত হইবেন। তাঁহারা স্বতন্ত্রভাবে দপ্তর পরিচালনা ও খরচপত্র সম্বন্ধে স্বাধীন মতামত দিতে পারিবেন। উক্ত চারিজন সদস্যই চেয়ারম্যানের মনোনীত হইবেন—নির্বাচিত হইবে না। মেয়র পরিষদ ছাড়াও ওয়ার্ড কমিটি থাকিবে। ইহাও চারি সদস্যের মনোনীত সদস্য লইয়া গঠিত হইবে। ওয়ার্ডের উন্নতি, সমস্যা প্রভৃতির বিষয়ে কাজ করিবার ক্ষমতা এই ওয়ার্ড কমিটির থাকিবে।

নূতন নিয়মে যে পুরবোর্ড গঠিত হইবে, তাহাতে চেয়ারম্যানের ক্ষমতাকে আরও জোরদার করা হইয়াছে। কেননা উপ-পুরপতি, মেয়র পরিষদের সদস্য এবং ওয়ার্ড কমিটির সদস্য তাঁহার দ্বারা মনোনীত হইবেন। সুতরাং যে রাজনৈতিক দল পুরবোর্ড গঠন করিবে, মেয়র পরিষদ ও ওয়ার্ড কমিটির সদস্যগণ সেই দল হইতেই হয়ত মনোনীত হইতে পারেন। অপর দলের কমিশনারদের কোন ক্ষমতাই হয়ত থাকিবে না। আর তাহার ফলে পুরবোর্ড কিছুটা স্বেচ্ছাচারী হইয়া পড়িতে পারে। সুতরাং পুরসভার উন্নয়নে বিরোধী দলের ভূমিকাকে গুরুত্ব দেওয়া না হইলে উন্নয়নকার্য ব্যাহত হইতে পারে।

জঙ্গিপুর পুরসভায় যে পুরবোর্ড গঠিত হইবে, তাহা পুরবাসীদের স্বাচ্ছন্দ্যবিধান যেন করিতে পারে—ইহাই কাম্য। এই পুরসভাধীন কিছু এলাকা রাস্তা, জলনিকাশী নর্দমা, বিদ্যুৎ প্রভৃতি হইতে বঞ্চিত। নূতন এলাকা সংযোজিত হইয়াছে। সুতরাং সামগ্রিক দৃষ্টি রাখিয়া পুরবোর্ডকে কাজ করিতে হইবে। বিরোধী দলের কমিশনারের এলাকা ক্ষমতাসীন দলের পুরবোর্ডের অবিচারের শিকার যেন না হয়, জনস্বার্থ যেন বিঘ্নিত না হয় —নূতন পুরবোর্ডকে এই অনুরোধ করিতেছি।

## চিঠি-পত্র

( মতামত পত্র লেখকের নিজস্ব )

### অঙ্গনওয়ারী নিয়োগ পরীক্ষা প্রসঙ্গে

শিশু বিকাশ প্রকল্পের নিয়োগ সংক্রান্ত পরীক্ষা বন্ধ নিয়ে স্থানীয় সংবাদপত্রগুলি যে সংবাদ প্রকাশ করেন সেই প্রসঙ্গে প্রতিবাদ জানিয়ে রঘুনাথগঞ্জ ১ সুসংহত শিশু বিকাশ প্রকল্প আধিকারিক প্রতিবাদ পত্র পাঠিয়েছেন পত্রিকায় প্রকাশের জন্য। কিন্তু সেটি প্রকাশ করা সম্ভব নয়। কেননা ওগুলি সংবাদ, কারও চরিত্র হননের কোন উদ্দেশ্য সেই সংবাদের মধ্যে নেই। আমাদের সংবাদে ছিল এ, ডি, এম তাঁর এক মেমো বলে ঐ নিয়োগ পরীক্ষা বন্ধ করে দিয়েছেন ১ নং ব্লকের পঞ্চায়েত সভাপতির অভিযোগের ভিত্তিতে। সংবাদটি যে সর্বৈব সত্য তা প্রমাণিত হয় সভাপতি ঐ সংবাদের প্রতিবাদ না করাতে। আর একটি সংবাদ ঐ প্রতিবেদনে ছিল যে প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে এবং আর্থিক লেনদেন হয়েছে। এই রটনা সকল জনের মুখে মুখে। জনগণের যে কোন অভিযোগ তুলে ধরা সংবাদপত্রের কর্তব্য বলে আমরা মনে করি। সে অভিযোগগুলির সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ করবেন ঊর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ এবং সত্য হলে যথোচিত ব্যবস্থাও নেবেন তাঁরা। প্রয়োজনে সংবাদপত্রে সেই কর্তৃপক্ষই সঠিক ঘটনা জানাতে পারেন জনগণের জানার স্বার্থে। অভিযোক্তা অফিস বা সেই অফিসের একজন কর্মী, তিনি আধিকারিক হলেও সে অধিকার তাঁর থাকে না। তদুপরি সরকারী কর্মচারী যত বড় অফিসারই তিনি হোন না, জনসাধারণের মধ্যে থেকে তাঁর বিরুদ্ধে কোন জনগুঞ্জন উঠলে তা চরিত্র হননের পর্যায়ে পড়ে না। বরং ঊর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষেরই দায়ীত্ব সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান করে সত্য নির্দ্ধারণ করা ও জনগণকে সন্দেহ মুক্ত করা। সে কারণেই আধিকারিকের পত্র আমরা প্রকাশ করতে অক্ষম।

সম্পাদক—জঙ্গিপুর সংবাদ

**ভ্রম সংশোধন** : ধুলিয়ান পুরসভার নির্বাচনী ফলাফলে ১নং ওয়ার্ডে হামিদা বেওয়া সিপিএম ৫৮১ এবং হেলেনুর বিবি আরএসপি ১৭৮ হবে। —প্রকাশক

[ কলকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার নির্বাচনের ভোটপর্বে তৎকালীন কলকাতার 'বিজলী' পত্রিকার পরিচালকদের অনুরোধে দাদাঠাকুর ওই পত্রিকার জন্য রচনা করেন তাৎক্ষণিক এক ভারতচন্দ্রী ষ্টাইলে কবিতা। নাম দেন 'করপরশনে বিপরীত রীত'। কলকাতা কর্পোরেশনের নির্বাচন প্রচারপর্ব শুরু হয়েছে। তাই তাঁর সেই রচনাটির পুনর্মুদ্রণ করলাম পাঠকদের আনন্দ দিতে—
সম্পাদক ]

## করপরশনে বিপরীত রীত

নৃপ-নন্দন কঙ্করসে রসিয়া,
পরিধান ধুতি খদ্দর কসিয়া।
দ্বিজ-নন্দন চন্দন-পুষ্প করে,
অতি হীন জনে ধরি তুষ্ট ক'রে।
কত বিপ্রকুলোদ্ভব বর্ণগুরু,
এক ভোট তরে ধরে শূদ্র উরু।
ধরি বিপ্র-পদে নত শূদ্র কহে,
ছি ছি কী কর ঠাকুর কী কর হে।
নতজানু হয়ে মম জানু ধরি,
তব সূত্র-শিখা অপমান করি,
ইহকাল তরে পরকাল দিলে,
প্রভু, হীরক ফেলে ছি কাচ নিলে।
কত অট্টালিকাবাসী পাট্টাধারী
চলে বিদ্বান উদ্যান-পাল-বাড়ী,
কত শিক্ষামানীরা ভিক্ষা করে,
চলে লক্ষপতি দীনে লক্ষ্য করে।
ঘৃণাব্যঞ্জক শব্দে যে তানা কহে,
বলে—তেনু কাকা বাড়ীতে আছ হে!
যিনি তস্কর—দলপতি দৈত্যগুরু,
তিনি বাক্যদানে আজ কল্পতরু;
ঠেলি নর্দমা-কর্দমে অর্ধরাতে,
কত মর্দ জনে ফিরে ফর্দ হাতে।
কভু বক্তৃতা দিল কেহ মঞ্চে উঠে,
ব্যস্ উত্তর দিল তারে লোষ্ট্র ছুটে!
বল কোন্ দলে কোন্ দলে কোন্দল হে,
এ অহিংস দলে কেহ হিংস নহে।
তবে কঙ্করসে দেখি ভঙ্গ রণে,
সদা শঙ্কিত কেন বিপক্ষগণে?

——

বর্তমানে আর দুটি পংক্তি যুক্ত করা না হলে রস সঠিক উপলব্ধি হয় না। তাই দাদাঠাকুরের চরণে ক্ষমা প্রার্থনা করে ঐ পংক্তি যোগ করলাম —

কঙ্করস দেখি বর্তমানে,
গোষ্ঠী মুখোমুখি নির্বাচনে।

### গৃহবধূ হত্যা স্বামী দেবর পলাতক

মির্জাপুর : গৃহবধূ রোহিণী মণ্ডল (২৫) গত ১৮ জুন নিহত হন। জানা যায় তাঁকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়েছে। পুলিশের সন্দেহ স্বামী ও দেবর দুজনে রোহিণীকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করেছে। স্বামী ও দেবর বর্তমানে পলাতক। পনের টাকা পয়সার জন্য রোহিণীর উপর প্রায়ই নির্য্যাতন চালানো হতো বলে পড়শীদের অভিযোগ।

## বয়স

*সাধন দাস*

টাকা দিয়ে অনেককিছুই কেনা যায়—ধনসম্পত্তি, মানমর্যাদা, ইদানিং প্রেম-ভালোবাসা পর্যন্ত, কিন্তু বয়সের ব্যাপারে টাকার কোনো হাত নেই। কি ধনী, কি মধ্যবিত্ত, কি দিনমজুর—প্রতিদিন বর্ষার পুঁইশাকের মতো হু হু করে বেড়ে যাচ্ছে বয়স। থামাবার কোনো জো নেই। আর বয়স বেড়ে যাওয়া মানে সমানুপাতে আয় কমে যাওয়া।

রাস্তাঘাটে ট্রামে-বাসে 'এই যে দাদা, একটু সরুন' বললে মন্দ লাগে না। কিন্তু প্রথম যেদিন আপনি শুনবেন—'কাকু, একটু পা-টা সরাবেন' সেদিন আপনার বুকটা নির্ঘাৎ ছ্যাঁৎ ক'রে উঠবে। আয়নায় নিজের দিকে তাকিয়ে দেখবেন—আপনি 'ছেলেটা' থেকে 'লোকটা' হয়ে গেছেন। তারপর 'কাকু' থেকে প্রোমোশন 'জেঠু'তে, অবশেষে 'দাদু'-তে পৌঁছালেই ব্যাকগ্রাউণ্ডে বেজে উঠবে—'হরি দিন তো গেল, সন্ধ্যা হল পার কর আমারে।'

বিধাতা এতই কিপটে যে তাঁর আদি অন্তহীন সময়ের ভাণ্ডার থেকে মানুষকে দিয়েছেন টেনেটুনে ৭০/৮০ বছর। অথচ শকুন আর কচ্ছপের মতো নিকৃষ্ট জীবকেও তিনি প্রাণভরা আয়ু দিয়েছেন। গাভাসকার কপিলদেবের মতো কোনো কোনো ভাগ্যবান ব্যাটস্‌ম্যান অবশ্য রক্ষণাত্মক খেলতে খেলতে পৌঁছে যান সেঞ্চুরীতে, কিন্তু সে তো ২/৪ জন। ভেজাল তেল আর ভেজাল আটা খেয়ে এখন হাফ সেঞ্চুরী করাই বড় দায়। প্রতি বলে আউটের আবেদন। বস্তাপচা হার্ট, নড়বড়ে কিডনি আর সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড লিভার নিয়ে কাঁহাতক রাণ করা যায় ভাই। টাকা দিয়ে অবশ্য কিডনিও বদলে নেওয়া যায়। কিন্তু বয়স থামানো যায় না। অথচ তাকে দাবিয়ে রাখার কি আপ্রাণ চেষ্টা আমাদের!

'টিন-এজ'-এর তরতাজা কিশোর তরতর করে ২৫-এ পৌঁছে যেতে ভারি মজা পান, কিন্তু ২৫-এ পৌঁছেই আক্কেল হয়—আরে, অলরেডি জীবনের ওয়ান-থার্ড হাপিস! তখন বেচারা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে তিন বছর ধরেই বলে যান যে তার বয়স নাকি ২৫। এ রকম এক ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করেছিলাম—'আপনি দু'বছর আগে বললেন আপনার বয়স ৪৫, আজও বলছেন তাই, কি ব্যাপার?' ভদ্রলোক প্রথমটা হকচকিয়ে পরে স্মিতহাস্যে জবাব দিয়েছিলেন—'ভদ্দরলোকের এক কথা!'

মেয়েরা তো বয়সের ব্যাপারে দারুণ সেন্‌সেটিভ। কুড়িতে বুড়ি-র অপবাদটাই বোধহয় ওদের বয়স গোপন করার প্রধান কারণ! ৩২ পর্যন্ত ওরা অনায়াসে ২৫ বলে চালিয়ে যেতে পারেন। ফিল্মের হিরোইনদের বয়স তো সারাজীবন ধরেই ১৯ থেকে ২৫ এর মধ্যে ওঠা-নামা করে টাইফয়েড রোগীর জ্বরের মতো। আমাদের ভোলার মা তো দশ বছর ধরে বলে চলেছে যে তার বয়স দু'কুড়ি দশ। শত চেষ্টা করে বুঝিয়ে সুঝিয়েও ওকে তিন কুড়ি করা গেল না। প্রচলিত ম্যাথেম্যাটিক্সে ওর আস্থা নেই। কেন না ও জানে—গজার ঠাকুর্দার বড় ছেলেটা যেবার কলেরায় মারা গেল, সেবার নাকি ওর জন্ম হয়েছিল।

অবশ্য হিন্দী সিনেমার দৌলতে পোষাক আর প্রসাধনের যা ছিরি, তাতে বয়সের দিকে লোকের তাকাবার আর জো কই! বাজারে এটাও প্রচলিত যে মেয়েদের বয়স জিজ্ঞেস করাটা নাকি অসভ্যতা! পাত্রপক্ষও ছাড়বার পাত্র নয়। 'মাধ্যমিক কোন বছর দিয়েছিলে মা'—জিজ্ঞেস করার পরও কোনো কোনো ঝানু অভিভাবক মাধ্যমিকের অ্যাডমিট তলব করেন—বয়স সম্পর্কে মোটামুটি নিঃসন্দেহ হতে। মেয়ের মা ওসব কাগুজে বয়স বিশ্বাস করে না বলে—'আমার খুকু ফাল্গুনে সতেরো'য় পড়বে। লাউডগার মতো দেখতে অমন বাড়ন্ত হয়েছে, ও-বাড়ির নমিতার চেয়ে তিন বছরের ছোট।' শুধু কি খুকুর মা, বয়স নিয়ে খুকুর বাবাদেরও দুশ্চিন্তার অন্ত নেই। চল্লিশ বছরের সুপক্ক স্ত্রীকে চোখের সামনে দেখেন আর মনে মনে হা-হুতাশ করেন—'হায় রে! চল্লিশ বছরের স্ত্রীকে যদি ব্যাঙ্ক নোটের মতো দু'খানা কুড়িতে ভাঙাতে পারতাম!!' সবাই তো গোপাল ভাঁড় নয় যে ৫০ বছরের এক রাধুনী বাম্‌নী খুঁজতে গিয়ে দু'জন ২৫ বছর বয়স্কাকে নিয়ে হাজির হয়ে বলবে—'মহারাজ, একজন ৫০ পেলাম না বলে ২৫+২৫=৫০ এনেছি!'

এতবড় মহাকালে পুঁচকে এইটুকু আয়ু নিয়ে মানুষের অশান্তির শেষ নেই। জীবনের সায়াহ্নবেলায় পৌঁছে বিদ্যাপতিও তাই দুঃখ করে বলেছেন—'আধ জনম হাম নিদে গোঙায়লুঁ/জরাশিশু কতদিন গেলা/নিধুবনে রমণী রসরঙ্গে মাতলুঁ/তোহে ভজব কোন্ বেলা?' তাই সকলের চেষ্টা যেভাবে পারো ওই সর্বনাশা বেয়ারা বয়সটাকে আটকাও। তার জন্য আনাচে কানাচে গজিয়ে উঠেছে বিউটি পার্লার—এক সিটিং-এই পাঁচ বছর মাইনাস। ছেলেরাও কম যায় না। চুলে পাক ধরতে না ধরতেই দামী কলপের শাসনে পাকা চুল আবার কাঁচা। সঙ্কুচিত চামড়া বদলে ফেলা হচ্ছে প্লাস্টিক সার্জারীতে। কিন্তু বয়স তাতে আটকে থাকে না। 'রঙ্গিলা দালানের মাটি' ঝুপ্ করে একদিন খসে গিয়ে বেরিয়ে পড়ে জরাজীর্ণ হাড়পাঁজরা। সেদিন কিন্তু মহাকালের কাছে নতজানু হয়ে সকলেই বলে—'বয়স তো কম হল না বাবা, এখন গেলেই বাঁচি।'

আসলে সব বয়সেরই একটা সৌন্দর্য আছে, একটা আলাদা আনন্দ আছে। জীবনের নতুন প্ল্যাটফর্মে পা ফেলতে আমরা অযথা ভীত হই। পুষ্পমঞ্জরিত বসন্তকাল যতই যৌবনের দূত হোক, পাতাঝরা রিক্ত হেমন্তেরও এক স্বতন্ত্র সৌন্দর্য আছে। কচি চারাগাছকে আমরা আদর করি, ঐ গাছটিই ফুলন্ত হলে আমাদের মন রাঙায়, আবার প্রবীণ বৃদ্ধ বট আমাদের হাওয়া দেয়, ছায়া দেয়। জীবন একটা চলমান রেলগাড়ি, শৈশব-কৈশোর-যৌবন-প্রৌঢ়ত্ব এক একটা ষ্টেশন, আর আমরা জানলা দিয়ে মুখ-বাড়িয়ে-থাকা একেকজন কৌতূহলী যাত্রীমাত্র! জীবনকে এই রকম দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে ভাবুন—দেখবেন আর কোনো দুর্ভাবনা থাকবে না।

## গ্রাম্য জাগালদারী নিয়ে গণ্ডগোল

রঘুনাথগঞ্জ ঃ স্থানীয় জরুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন সিমলা গ্রামের মাঠের ফসলের জাগালদারী নিয়ে গণ্ডগোল শেষ অবধি থানা পর্যন্ত এসে পৌঁচেছে। খবর গ্রামবাসীরা একত্রে গত বছর ৭ নভেম্বর যে ব্যক্তিদের নিযুক্ত করেছিলন তাঁরাই জাগালদারীর কাজ চালিয়ে আসছিলেন। কিন্তু হঠাৎ গ্রামেব কয়েকজন ঐ চুক্তি অস্বীকার করে অন্যদের ভার দিলে এই গণ্ডগোলের সৃষ্টি হয়। মীমাংসার আশায় পূর্বের জাগালদাররা থানায় অভিযোগ জানালে ওসির তত্ত্বাবধানে ও উদ্যোগে মীমাংসার স্বর্ত হিসাবে পূর্বের জাগালদারদের বাতিল করা হয়। কিন্তু নূতন-ভাবে স্বনিযুক্ত ব্যক্তিরা জাগালদারীর নামে নানারূপ অত্যাচার চালাচ্ছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। গত ২১ জুন অভিযোগকারীদের পক্ষে মহাদেবচন্দ্র মণ্ডল প্রমুখ থানার ওসিকে যথাশীঘ্র ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানিয়ে লিখিত আবেদনপত্র জমা দিয়েছেন বলে জানা যায়।

***দুষ্কৃতির বোমার আঘাতে একজন মৃত***

ধুলিয়ান ঃ গত ২৯ মে রাতে পুটিমারির কাছে মোক্তার হোসেন নামে সেরপুরের এক মাঝি দুষ্কৃতির বোমার আঘাতে ঘটনাস্থলেই মারা যান। সেই রাতেই নিমতিতার কাছে গঙ্গার চরে দুজন জেলেকে কয়েকজন দুষ্কৃতি হাঁসোয়া দিয়ে কুপিয়ে দিলে একজন জখম হন। দুটি ঘটনাই ঘটে সমসেরগঞ্জ থানা এলাকায়। কেউই গ্রেপ্তার হয়নি।

## নিবেদিতা লজের ম্যানেজারসহ দুই যুবতী গ্রেপ্তার

রঘুনাথগঞ্জ ঃ গত ২৬ জুন রাতে গোপনসূত্রে খবর পেয়ে স্থানীয় থানার পুলিশ দরবেশপাড়ার নিবেদিতা লজে হানা দেয়। পাপ ব্যবসায়ে লিপ্ত সন্দেহে হোটেল থেকে মালদহের দুই যুবতীসহ লজের ম্যানেজার প্রদীপ সিংহকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। উল্লেখ্য আশ-পাশের বাসিন্দারা এই হোটেলে পাপ ব্যবসা চলছে বলে পুলিশ প্রশাসনের কাছে গণ দরখাস্ত করেন। তারই পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশ হোটেলটির উপর দৃষ্টি রাখে এবং সঠিক সময়ে লজে হানা দেয়।

**সংঘের শিক্ষাবর্গ** ( ১ম পৃষ্ঠার পর )

বাঙ্গাবাড়ী উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক রাজেন্দ্রপ্রসাদ দাস। ঐ দিন প্রাস্তবিক ভাষণ দেন পশ্চিমবঙ্গের প্রান্ত কার্য্যবাহ সত্যনারায়ণ মজুমদার। ১ম বর্গের সর্বাধিকারী ছিলেন শচীকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও ২য় বর্গের সর্বাধিকারী ছিলেন জ্যোতির্ময় চক্রবর্ত্তী। শিক্ষার্থী প্রতিনিধিদের সুশৃঙ্খল মিছিল একদিন জঙ্গিপুর ও একদিন রঘুনাথগঞ্জ শহর পরিক্রমা করে। শিক্ষাবর্গ শিবিরে শিক্ষার্থীদের স্বাগত জানান মহকুমা সংগঠক আশীষ ঘোষাল।

**তন গৃহবধূর মৃত্যু** ( ১ম পৃষ্ঠার পর )

করে বলে জানা যায়। কেউ ধরা পড়েনি। তৃতীয় গৃহবধূটি হলেন জনৈক ব্যারেজ কর্মীর স্ত্রী। তিনি গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন লাগান। অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় মালদা হাসপাতালে নিয়ে যাবার পর তাঁর মৃত্যু হয়। স্বামী স্ত্রীর মনোমালিন্য আত্মহত্যার কারণ বলে সন্দেহ।

**মহকুমা হাসপাতালের চারিদিকে দুর্নীতি** ( ১ম পৃষ্ঠার পর )

দুজন পেন্টার আছেন। দুজনেই অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়েছেন। আইনতঃ অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনা করা ছাড়াও পেন্টার সার্টিফিকেট না থাকলে থার্ডগ্রেডের বেতন তাঁরা পেতে পারেন না। কিন্তু পেন্টার মতিউর রহমানকে কোঅর্ডিনেশনের কথামত থার্ডগ্রেডের বেতন দেওয়া হচ্ছে। ফলে তিনি প্রায় ৩০০ টাকা বেশী বেতন মাসে মাসে বহাল তবিয়তে নিয়ে চলেছেন। দ্বিতীয় পেন্টার মন্মথ শীল কিন্তু তা পাচ্ছেন না। অন্যদিকে জনৈকা ও, টি, সিষ্টার শোভা মণ্ডল কোঅর্ডিনেশনের সদস্যা হওয়ার সুবাদে আইনানুযায়ী ১৯৮৯ সালে বন্ধ হয়ে যাওয়া ও টি এ্যালাউন্স ৮০ টাকা আজও ড্র করে চলেছেন। আরও জানা যায় শ্রীমতী মণ্ডল মাঝে বদলি হয়ে লালগোলায় বেশ কিছুদিন কর্মরতা ছিলেন। সেখানে ও, টি, ডিউটি না থাকলেও নাকি তাঁকে ওই এ্যালাউন্স দেওয়া হয়েছে বলে অভি-যোগ। সুপারকে জানিয়েও কোন ফল হয়নি। ফেডারেশন জানান তাঁরা এই সব ব্যাপার নিয়ে মহকুমা শাসকের কাছে ডেপুটেশন দিয়ে তাঁরহস্তক্ষেপ দাবী করবেন।

**বাড়ী বিক্রয়**

রঘুনাথগঞ্জ আমবাগান কলোনীতে ৩ কাঠা জায়গার উপর একতলা পাকা বাড়ী বিক্রয় হইবে। যোগাযোগের ঠিকানা—

**শ্রীঅমৃতলাল চক্রবর্তী**

আমবাগান কলোনী ( অমরজ্যোতি ক্লাবের পাশের রাস্তায় )
রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

**বাড়ী বিক্রয়**

রঘুনাথগঞ্জ ফাঁসিতলায় সদর রাস্তায় দেড় কাঠা জায়গার উপর একতলা নতুন বাড়ী টিউবওয়েল ও স্যানিটারী পায়খানাসহ বিক্রী হবে। যোগাযোগ করুন—

**দেবাশীষ সাহা চৌধুরী**/রঘুনাথগঞ্জ ফাঁসিতলা

রঘুনাথগঞ্জ ( পিন—৭৪২২২৫ ) দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

**বিষ খেয়ে যুবকের আত্মহত্যা**

রঘুনাথগঞ্জ ঃ স্থানীয় ফুলতলা এলাকার প্রশান্ত রায়ের একমাত্র পুত্র প্রদ্যুৎ গত ২২ জুন রাতে বিষপান করে আত্মহত্যা করেন বলে জানা যায়। ঘটনার দিন রাতে বিবাহিত ঐ যুবকটি মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করে স্ত্রী ও মায়ের সামনেই রাগের বশে বিষ খান। তাঁকে হাসপাতাল নিয়ে যাওয়া হলে ঐ রাতেই তিনি মারা যান। দু' বছর আগে প্রদ্যুতের বিয়ে হয়। একটি শিশু কন্যা আছে।

**সঙ্গীতাচার্য্যের বাসভবনে রবীন্দ্র-নজরুল সন্ধ্যা**

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ২৬ মে সন্ধ্যায় বহরমপুরে প্রখ্যাত সঙ্গীতা-চার্য ৺গিরিজা শঙ্কর চক্রবর্ত্তীর বাসভবনে রবীন্দ্র-নজরুল সন্ধ্যার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন হরিশঙ্কর দত্ত। বহু স্থানীয় ও বহিরাগত শিল্পী কণ্ঠে মার্জিত নজরুল ও রবীন্দ্র সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন গিরিজাশঙ্কর পরিষদের সম্পাদক সত্যেন আচার্য্য।

**অখিল ভারতীয় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির রাজ্য সম্মেলন**

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ২ থেকে ৪ জুন মেদিনীপুর বিদ্যাসাগর কলেজে অখিল ভারতীয় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। মুর্শিদাবাদ জেলা থেকে প্রাদেশিক সদস্য জয়ন্ত ভট্টাচার্য্যসহ ৫০০ জন শিক্ষক প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। মুর্শিদাবাদ জেলার প্রতিনিধি হয়ে জেলা সভাপতি অরুণ দাস বক্তব্য রাখেন। অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন প্রাদেশিক সাধারণ সম্পাদক সনৎকুমার মিশ্র। সমাপ্তি দিবসে উপস্থিত হয়ে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায়, মানব সম্পদ রাষ্ট্রমন্ত্রী কুমারী শৈলজা, প্রদীপ ভট্টাচার্য্য, মানস ভুঁইয়া ও শিক্ষক সংঘের সভাপতি জগদীশ মিশ্র।

**তেঘরী স্বাস্থ্য কেন্দ্রের দুস্কৃতি আজও ধরা পড়লো না**

( ১ম পৃষ্ঠার পর )

ডাঃ পাল কয়েক বছর আগে কোয়ার্টারে জিনিষপত্র ফেলে রেখেই হাসপাতাল ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হন বলে জানা যায়। ডাঃ মানস চাকী ও ডাঃ শোভারাম মণ্ডলকেও জনৈক সমাজ বিরোধী বদরের হাতে লাঞ্ছিত হতে হয়। এই ধরনের অনৈতিক ঘটনা পর পর ঘটে গেলেও প্রতিকারে স্বাস্থ্য দপ্তরের কোন সক্রিয় ভূমিকা স্থানীয় মানুষের চোখে আজ পর্যন্ত পড়েনি।

**সব দলেরই বিপর্যস্ত চেহারা** ( ১ম পৃষ্ঠার পর )

থেকে। সংগঠন থাকলে সর্বভারতীয় প্রাচীন দলটি ২৩, ১৯, ৩৫, ১০৩ ভোট কখনও পেতে পারে না। এর দ্বারাই প্রমাণিত হয় কংগ্রেস এখানে শুধু নামকোওয়াস্তে প্রার্থী দিয়েছিল। সে তুলনায় বিজেপির সংগঠন অনেক ভাল। একমাত্র ৮ নং-এ বিজেপির মুসলীম মহিলা প্রার্থী ভোট পেয়েছেন ৩০। বোঝা যাচ্ছে বিজেপির অসাম্প্রদায়িক রূপ গ্রহণের ধাপ্পা জনসাধারণকে ভুলাতে পারেনি। এ ছাড়া বিজেপি যে আটটী আসনে প্রার্থী দিয়েছিল তা ৩টি জয়ী হয়েছে এবং ২টিতে ২য় ও ১টিতে ৩য় হয়েছে। তবে ভোটের ফলাফলে এটুকু খুবই পরিষ্কার যে ধুলিয়ানের জনগণ নির্দলীয় প্রার্থীদের কোন রকম সুযোগ দিতে চাননি। বাম সমর্থিত নির্দল ২ জন যেখানে জয়ী হয়েছেন সেখানে বাকী ৩৮ জন সর্বসাকুল্যে ভোট পেয়েছেন মাত্র ১৭২০টি। অধিকাংশ নির্দলের প্রাপ্ত ভোট ১ থেকে ১০ এর মধ্যে। মাত্র ১নং এ একজন পেয়েছেন ৪২১, ২নং-এর একজন ২৫৮, ১৩নং এর একজন ১১৬, ১৪নং এর একজন ৩০১। এই কজন ছাড়া বাম সমর্থিত নির্দল বাদে ৩৮ জন নির্দলের বাকী কয়জনের ভোট ১০০ এর নীচে। এই গতি দেখলে এটা বেশ বোঝা যায় ধুলিয়ানের মানুষ চাইছেন দলগত প্রতিদ্বন্দ্বিতা। নির্দল বাতিলের প্রবণতা এখানে প্রবলভাবে ফুটে উঠেছে পুরনির্বাচনের মধ্য দিয়ে।